ফ্যাক্ট শীটঃ ধান গাছ পরিচিতি

ধান গাছের পর্যায় ও স্তরের গুরুত্ব

সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে অধিক ধান উৎপাদনের জন্য ধান গাছের জীবনচক্রে বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর সম্বন্ধে জানা অতীব জরুরী। কারণ ধান গাছের জীবনচক্রে অঙ্কুরোদগম থেকে ধান পাকা পর্যন্ত যেমন বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর রয়েছে তেমনি ধান উৎপাদনের জন্য পরিচর্যারও তারতম্য রয়েছে। সার, পানি, আগাছা, পোকামাকড়, রোগজীবাণু ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা ধান গাছের পর্যায় ও স্তর অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

ধান গাছের জীবনচক্রে তিনটি পর্যায়। এগুলোর মধ্যে আছে দৈহিক বর্ধনশীল পর্যায়, প্রজনন পর্যায় এবং ধান পাকা পর্যায়।

দৈহিক বর্ধনশীল পর্যায়

একটি গজানো বীজের মূল ও কান্ড বের হওয়ার সাথে সাথেই দৈহিক বর্ধনশীল পর্যায় শুরু হয় এবং তা শেষ হয় কাইচথোড় সৃষ্টি হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে।

দৈহিক বর্ধনশীল পর্যায়ের চারটি স্তর আছে। যেমন, অংকুরোদগম, চারা, রোপণোত্তর অবস্থা, কুশি এবং কান্ড লম্বা হওয়ার স্তর। তবে বোনা ধানের রোপণোত্তর অবস্থা নেই।

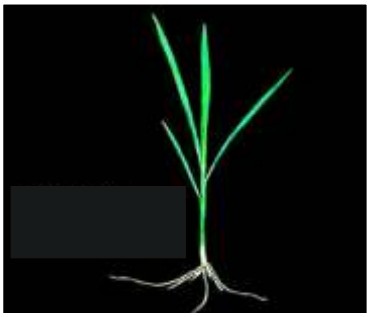

চারা অবস্থা

- চারা অবস্থায় চারার ৫-৬টি পাতা হয়। বীজতলা থেকে চারা তুলে রোপণ করার পরপরই শুরু হয় রোপণোত্তর অবস্থা। এ অবস্থার সময়সীমা ৭-১৫ দিন হতে পারে। এ সময়ের মধ্যে গাছে নতুন পাতা এবং শিকড় গজায়।
- চারা গাছের রোপণোত্তর ধকল কাটানোর পরপরই কুশি অবস্থা শুরু হয়। সাধারণত তিন ধাপে কুশি বের হয়। প্রথম ধাপ থেকে ২য় ধাপ এবং ২য় ধাপ থেকে ৩য় ধাপ কুশি বের হয়। ৩য় ধাপ কুশি বেরনো শেষ হলে সাধারণত কুশি আর বের হয় না এবং কিছু কুশি এর পর মারাও যায়।
- একটি ধান গাছের ৯০ ভাগ ফসল প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের কুশি থেকেই হয়। আর এ কুশিগুলো সৃষ্টি হয় উষ্ণ আবাহাওয়ায় রোপণের পর চতুর্থ সপ্তাহ পর্যন্ত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সপ্তাহে যে সব কুশি হয় তাদের খুব কম সংখ্যকই শিষ সৃষ্টি করে। এ সব কুশি থেকে যে সব শিষ হয় তা আকারেও ছোট।
- দৈহিক বর্ধনশীল পর্যায়ের সময় জাত, মৌসুম ও তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে কম বেশী হয়।

দৈহিক বর্ধণশীল পর্যায়ে করণীয়

চারা লাগানোর পরে ১০-১৫ দিন পর্যন্ত জমিতে ছিপছিপে পানি রাখা প্রয়োজন। চারা গাছের রোপণোত্তর ধকল কাটানোর পর কুশি অবস্থায় পরিমিত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন, অন্যথায় কুশি গঠন ব্যহত হয়।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

ফ্যাক্ট শীটঃ ধান গাছ পরিচিতি

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রজনন পর্যায়

শিষ বের হওয়ার স্তর

প্রজনন পর্যায় শুরু হয় কাইচথোড় সৃষ্টি হওয়ার পরপরই এবং তা শেষ হয় ধানের শীষে ফুল ফোটার ও পরাগায়ণের মধ্য দিয়ে।

প্রজনন পর্যায়ের তিনটি অবস্থা আছে। যেমন, কাইচথোড় ও থোড়, শীষ বাহির হওয়া ও ফুল আসা অবস্থা।

- কাইচথোড় ডিগ পাতার খোলের মধ্যে কাণ্ডের অগ্রভাগে সৃষ্টি হয়। সাধারণত এটি ফুল আসার ৩০ দিন আগে শুরু হয়।
- কাইচথোড় বের হওয়ার ২০ দিন পর ডিগ পাতার খোল ফুলে ওঠে। এর নাম থোড় অবস্থা।
- শিষের পূর্ণতা প্রাপ্তির পরপরই শিষের ঠিক নীচের আন্তর্গিঁটের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে বর্ধিত আন্তর্গিঁট উপরের দিকে ধাক্কা দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শিষকে ডিগ পাতার খোল থেকে বের করে দেয়। শিষ বের হওয়ার পরই ধানের ফুল ফুটতে থাকে এবং পরাগায়ণের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।
- শিষ গঠন পর্যায়ের সময় জাত ও মৌসুম ভেদে ২৫-৩৫ দিন হয়ে থাকে।

প্রজনন পর্যায়ে করণীয়

কাইচথোড় থেকে থোড় অবস্থা পর্যন্ত সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময় একটি শিষে কটি পুষ্ট ধান সৃষ্টি হবে তা নির্ধারিত হয়। এ সময়ে পরিমিত সার ও পানির অভাব হলে বা পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে চিটার পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

ধান পাকা পর্যায়

পাকা ধানের স্তর

- ধানের শিষে ফুল ফোটা শেষ হলে ধান পাকা পর্যায় শুরু হয় ও ধানের খোসা ক্রমাগত চাল দ্বারা ভর্তি হয়। এই সময় গাছের পাতায় যে শর্করা খাদ্য তৈরি হয় তা ধানের খোসায় জমা হয় এবং ধানের ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে।
- এ পর্যায়ের চারটি অবস্থা আছে, যেমন দুধ, নরম জমাট, শক্ত জমাট এবং পাকা ধান অবস্থা। শক্ত চাল অবস্থার পর ধানের ওজন আর বাড়ে না। পাকা ধান অবস্থায় ধানের খোসার রঙ সাধারণত খড়ের রঙ হয়।

পাকা পর্যায়ে করণীয়

ছড়ায় যখন উপর থেকে শতকরা ৮০টি ধান পাকে, তখনই ধান কাটা উচিত। দেরী করে ধান কাটলে প্রচুর ধান ক্ষেতেই ঝরে পড়ে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd